এক প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের প্রলাপ
(একটি সনাতন পদ্যকথিকা)

খন্দকার জাহিদ হাসান

আমাকে আপনি কখনোই আর
বলবেন নাতো কবিতা লিখতে
তারচে' বরং বলুন না কেন
রংগীন ফানুস ওড়ানো শিখতে!

বিংশ শতকে কবিতাই ছিলো
আমার ছোট্ট ভূবনে প্রকট
উর্বশী এক 'আপনি' ক্রমশঃ
'তুমি' হচ্ছিলো আমার নিকট
পেঁজা পেঁজা মেঘে আপনার-ই ছবি
সারাদিন হতো আবির্ভূত
নিশীথে আমার স্বপ্নের হাত
ও হাসিমুখের চাঁদকে ছুঁতো!

আমাকে আপনি কখনোই আর
বলবেন নাতো কবিতা পড়তে
তারচে' বরং বলুন না কেন
বালির ঠুন্‌কো দূর্গ গড়তে!

সেই সব দিনে আপনার সেই
উদাস চাহনি সব অবহেলা
উড়িয়ে দিয়েছি তুড়ি মেরে আর
এ-বুক আশায় বেঁধেছি দু'বেলা
শতাব্দী শেষে রাতের আকাশে
একে একে নিভে গেল সব তারা
পাখীরা সবাই ভুলে গেল গান
কবিতা পড়ার পাট হলো সারা!!

আমাকে আপনি কখনোই আর
বলবেন নাতো কবিতা শুনতে
তারচে' বরং বলুন না কেন
চৌরাস্তার মানুষ গুণতে!

এই যে এখন আমাকে দেখুন
শ্রীকান্ত সেজে সবাইকে ফাঁকি
দিচ্ছি কীভাবে অষ্টপ্রহর~
সে খবর আজ রাখেন নাকি?
একুশ শতকে জীবনানন্দ
কফিনবন্দী লাশের মতন
এ-জিভে লাগে না স্বাদ কোনো আর
এ-চোখে ঝিলিক দেয় না রতন!!!